গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১৭ অক্টোবর ২০২২
সময় : সকাল: ০৯.০০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নম্বর-৮২১)
উপস্থিত : পরিশিষ্ট - ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১.</td><td><u>বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা</u>
১৫ সেপ্টেম্বর '২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করা হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।</td><td>বিগত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।</td><td>উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ) ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা</td></tr>
<tr><td>২.</td><td><u>অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:</u>
আগস্ট'২২ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি
<table>
<tr><th rowspan="2">দপ্তর/সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">আগস্ট'২২ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">সেপ্টেম্বর'২২ মাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th colspan="4">নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্য মাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th></tr>
<tr><th>চাকরিচ্যুতি /বরখাস্ত</th><th>দন্ড</th><th>অব্যাহতি</th><th>মোট</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td>০৭</td><td>০২</td><td>০৯</td><td>-</td><td></td><td>১</td><td>১</td><td>০৮</td></tr>
<tr><td>সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>১৩</td><td>০৩</td><td>১৬</td><td>-</td><td>১</td><td>-</td><td>১</td><td>১৫</td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>৩৫</td><td>০৫</td><td>৪০</td><td>-</td><td>০৫</td><td>-</td><td>০৫</td><td>৩৫</td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৫৫</td><td>১০</td><td>৬৫</td><td>-</td><td>৬</td><td>১</td><td>৭</td><td>৫৮</td></tr>
</table>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:
যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান, সেপ্টেম্বর'২২ মাসে ১টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় এবং ২টি মামলা রুজু হওয়ায় বর্তমানে এ বিভাগের চলমান মামলার সংখ্যা ৮টি। তন্মধ্যে ১টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন উপস্থাপিত হলে পুনঃতদন্তের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ১টি মামলার ২য় কারণ দর্শনোর নোটিশ দেয়া হয়েছে। জবাব পাওয়া যায়নি। ৪টি মামলার শুনানি ১০ অক্টোবর ২০২২ এবং ১২ অক্টোবর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। ২টি মামলার জবাব পাওয়া গেছে, কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
বিধি-বিধান অনুযায়ী মামলার কার্যক্রম অব্যাহত এবং মামলাগুলো নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
যুগ্মসচিব (প্রশাসন) / সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তা

সওজ অধিদপ্তর:
সওজ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান, সওজ অধিদপ্তরে বর্তমানে কোনো বিভাগীয় মামলা চলমান নেই। অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের আইনের আওতায় আনার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।
অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে।
প্রধান প্রকৌশলী, সওজ

বিআরটিএ:
চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আগস্ট, ২০২২ মাসে অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ছিল ১৩টি। সেপ্টেম্বর'২২ মাসে ০৩টি মামলা রুজু এবং ০১টি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ১৫টি। উক্ত ১৫টি বিভাগীয় মামলার মধ্যে আদালতে ১টি ও দুদকে ৬টি মামলা চলমান থাকায় চূড়ান্ত আদেশ/সিদ্ধান্ত অপেক্ষমান রয়েছে এবং ১টি বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে, সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে (উক্ত বিভাগীয় মামলার অভিযুক্তকে অন্য একটি বিভাগীয় মামলায় চাকুরী হতে বরখাস্ত দন্ড প্রদান করা হয়েছে। ৪টি বিভাগীয় মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ৩টি বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্তের নিকট অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়েছে।
বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।
চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (আইন)</td><td></td><td></td></tr>
</table>

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান আগস্ট'২২ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ছিল ৩৫টি। সেপ্টেম্বর'২২ মাসে ৫টি মামলা রুজু এবং ৫টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৩৫টি। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। দীর্ঘ সময় অনিষ্পন্ন থাকা মামলার তালিকা ও কারণসমূহ আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	বিভাগীয় মামলার নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। দীর্ঘ সময় অনিষ্পন্ন থাকা মামলার তালিকা ও কারণসমূহ আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
৩.	<u>আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা</u> **জুলাই'২২ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:**		

দপ্তর/সংস্থার নাম	অগস্ট ২২ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	সেপ্টেম্বর'২২ মাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মামলার ফলাফল		মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা
					সংস্থার পক্ষে	বিপক্ষে	
সওজ অধিদপ্তর	৩৮৬৪	১৩	৩৮৭৭	০	০	০	৩৮৭৭
বিআরটিএ	২৯০	১	২৯১	০	০	০	২৯১
বিআরটিসি	৯৩	০	৯৩	০	০	০	৯৩
ডিটিসিএ	০৪	০	০৪	০	০	০	০৪
মোট	৪২৫১	১৪	৪২৬৫	০	০	০	৪২৬৫

(ক) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে অবহিত করেন, সওজ অধিদপ্তরের মামলার সংখ্যা ব্যাপক। একটি মামলার সূত্র ধরে একাধিক মামলার উৎপত্তি হয়েছে। এগুলো সমন্বিত করে তালিকা করা প্রয়োজন। সভাপতি কনটেম্পট মামলাগুলো পর্যালোচনার নিমিত্ত সংশিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীদের নিয়ে চলতি মাসে দিনব্যাপী একটি সভা আহবানের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করেন।	(ক) কনটেম্পট মামলাগুলো পর্যালোচনার নিমিত্ত চলতি মাসে দিনব্যাপী একটি সভা আহবান করতে হবে।	
(খ) উপসচিব (আইন) জানান, সওজ অধিদপ্তরের জন্য জেলা পর্যায়ে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের মতামতের বিষয়টি আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটর উইং-এ প্রক্রিয়াধীন আছে। আইন মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে নেতিবাচক মতামত দিতে চাচ্ছে। উর্ধ্বতন পর্যায়ের যোগাযোগ করা প্রয়োজন। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা হবে মর্মে সভাপতি অবহিত করেন এবং বিষয়টি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য উপসচিব (আইন)-কে পরামর্শ প্রদান করেন।	(খ) জেলা পর্যায়ে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের মতামতের বিষয়ে সলিসিটর উইং এর সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগের সাথে যোগাযোগ করার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী, শরিয়তপুর সড়ক বিভাগ
(গ) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, তেজগাঁও এলাকায় সওজ এর ২ একর জায়গা উদ্ধারের বিষয়ে ব্যক্তি মালিকানার নামে আদালত কর্তৃক প্রদানকৃত রায়ের কপি উত্তোলন করা হয়েছে। বিবাদী পক্ষের আইনজীবীর সাথে আলাপ হয়েছে। শীঘ্রই সংশ্লিষ্টদের নিয়ে মালিক পক্ষের সাথে আলোচনায় বসা হবে। আগামী ৭দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসসহ মালিক পক্ষের সাথে আলোচনায় বসে ফলপ্রসু অগ্রগতি আনার জন্য সভাপতি এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(গ) তেজগাঁও এলাকায় সওজ এর ২ একর জায়গা উদ্ধারের বিষয়ে আগামী ৭ দিনের মধ্যে আলোচনায় বসে ফলপ্রসু অগ্রগতি আনতে হবে।	
(ঘ) শরীয়তপুর সড়ক বিভাগে ১(এক) লক্ষ টাকার বিপরীতে সৃষ্ট ৫(পাঁচ) কোটি টাকা দাবীর বিষয়ে সৃষ্ট মামলাটি মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে শুনানীর কার্যতালিকায় আছে এবং প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। অগ্রগতি সন্তোষজনক না হওয়ায় সভাপতি মামলার শুরু হতে অদ্যবধি পর্যন্ত কি ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং কি কি তথ্য রয়েছে তাসহ নথি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করেন। এর সাথে কোন কোন কর্মকর্তার গাফিলতি ছিল তাদের খুঁজে বের করে আইনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ঘ) ১ (এক) লক্ষ টাকা বকেয়ার বকেয়ার বিপরীতে সৃষ্ট ৫(পাঁচ) কোটি টাকা দাবীর বিষয়ে সৃষ্ট মামলার নথি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং জড়িত কর্মকর্তাদের খুঁজে বের করে আইনের আওতায় আনতে হবে।	
(ঙ) যুগ্মসচিব (ডিএফডিপি) জানান, একটি আরবিট্রেশন মামলায় সিটিং মানি বাবদ ৭০ লক্ষ টাকা খরচের অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। কিন্তু অতিরিক্ত সিটিং মানি বাবদ আরো ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অতিরিক্ত দাবী করা হয়েছে। কি যৌক্তিকতায় অতিরিক্ত টাকা দাবী করা হয়েছে তার বিস্তারিত জানতে সওজ অধিদপ্তর বরাবর পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা জানান ২টি প্যাকেজের যথাক্রমে ২৪৫ কোটি ও ১৬৪ কোটি টাকা দাবীর বিপরীতে ২টি মামলা সৃষ্টি হয়। উক্ত মামলার সিটিং মানি বাবদ ইতোমধ্যে ৭০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। অতিরিক্ত আরো ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দাবী করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী জবাব দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করা হলেও যা এখনও জবাব পাওয়া যায়নি। ফোনে অথবা সরাসরি গিয়ে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে দ্রুত জবাব/তথ্য সংগ্রহ করে সকল কাগজপত্রসহ নথি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য সভায় এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাকে পরামর্শ দেয়া হয়।	(ঙ) অতিরিক্ত সিটিং বাবদ ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা সম্মানী দাবীর বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্যাদি/জবাব দ্রুত সংগ্রহ করে সকল কাগজপত্রসহ নথি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ এস্টে ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সওজ অধিদপ্তর: (ক) প্রধান প্রকৌশলী সওজ অধিদপ্তর জানান, সেপ্টেম্বর'২২ মাসে ১৩টি মামলা রুজু এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় সওজ অধিদপ্তরের মামলার সংখ্যা ৩৮৭৭ টি। মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিজ্ঞ আইনজীবীর সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে। মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (খ) ঢাকা জোনে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে। চট্টগ্রাম জোনো কর্মকর্তা পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	(ক) মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে তৎপরতার সাথে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং নিয়মিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। (খ) চট্টগ্রাম জোনো এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (আইন)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিআরটিএ'র আগস্ট'২২ মাসে ১টি মামলা রুজু ও কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ২৯১টি। মামলাগুলো নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইন উপদেষ্টাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। বিআরটিএ'র ট্রাস্টি বোর্ড তহবিলে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে ৫ লক্ষ টাকার সংস্থান করা হয়েছে যা, আইন খাতে বরাদ্দকৃত ১৫ লক্ষ টাকা হতে খরচের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ অর্থ খুবই অপ্রতুল তাছাড়া, আইন খাত হতে খরচ করা হলে আইন উপদেষ্টাদের বিল পরিশোধ দুরুহ হবে। তাই পুনরায় অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা প্রয়োজন।	(ক) মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) বিআরটিএ'র ট্রাস্টি বোর্ড তহবিলে অর্থ বরাদ্দের জন্য পুনরায় প্রস্তাব দিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (আইন/ বিআরাটিএ)
	বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, সেপ্টেম্বর'২২ মাসে কোনো মামলা নিষ্পত্তি ও রুজু না হওয়ায় অনিষ্পন্ন মামলা সংখ্যা ছিল ৯৩টি। মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ উপসচিব (আইন)
	ডিটিসিএ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ' জানান, বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন মামলা রয়েছে ০৩টি (০১টি কনটেম্পট, ২টি রীট)। কনটেম্পট মামলাটি শুনানীর জন্য অপেক্ষাধীন রয়েছে। শুনানী অনুষ্ঠিত হলেই আশা করা যায় নিষ্পত্তি হবে। ২টি রীট মামলার মধ্যে ০১টি শুনানীর জন্য অপেক্ষাধীন ও অপর মামলার ওকালতনামা আদালতে দাখিল করা হয়েছে। যথাযথ জবাব আদালতে দাখিল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হচ্ছে।	মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। কনটেম্পট মামলাটির রায় বাস্তবায়নের বিষয়টি আদালতকে ভালভাবে অবহিত করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ উপসচিব (আইন)

৪. **অডিট আপত্তির বিবরণী:**

বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০১	-	-	০১	-	০১	-	১
সওজ অধিদপ্তর	৭৩২৫	১১৫৬	৫৫৫৯	৬১০	-	৭৩২৫	১৭	৭৩০৮
বিআরটিসি	১২১৮	১৬৬	৯৫৫	৯১	-	১২১২	৫	১২০৭
বিআরটিএ	৩৬৪	১৩৬	২২৮	-	-	৩৬৪	-	৩৬৪
ডিটিসিএ	১১	০৩	৮	-	-	১১	-	১১
ডিএমটিসিএল	৩৩	১১	২২	-	-	৩৩	-	৩৩
মোট	৮৯৫২	১৪৭২	৬৭৭২	৭০২	-	৮৯৪৬	২২	৮৮২৪

অডিট শাখার তথ্য অনুযায়ী আগস্ট'২২ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ৮৯৫২টি। সেপ্টেম্বর'২২ মাসে কোনো অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং ২২টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৮৮২৪টি।

উপসচিব (অডিট) জানান- (ক) দপ্তর/সংস্থার অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে সওজ এর অডিট আপত্তির বিষয়ে সেপ্টেম্বর'২২ মাসে নোয়াখালী, চাঁদপুর ও পিরোজপুর সড়ক বিভাগে ৩টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অডিট অধিদপ্তরের প্রতিনিধি না পাওয়ায় সিরাজগঞ্জ সড়ক বিভাগের ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন সম্ভব হয়নি। অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুতের কাজ চলছে। পাওয়া গেলেই তা পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হবে। বিপুল সংখ্যক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য ত্রি-পক্ষীয় সভা বাড়ানোর প্রয়োজন মর্মে সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন। অন্তত প্রতিটা জোনো ১টি করে সভা আহবান করার জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) (১) ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবান অব্যাহত রাখতে হবে এবং প্রতিটা জোনো অন্তত ১টি করে সভা আহবান করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/ উপসচিব (অডিট) /নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল
(খ) অডিট সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য বদলীর সময় পরবর্তী অফিসারকে বুঝিয়ে না দেয়া পর্যন্ত তাকে অবমুক্ত না করার বিষয়ে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপন যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য সংস্থা প্রধানদের নির্দেশনা দেয়া হয়।	(খ) প্রজ্ঞাপন যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(গ) উপসচিব (অডিট) জানান, সওজ অধিদপ্তরের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কিছু অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সাময়িক সময়ের জন্য পরামর্শক হিসেবে নিয়োগের বিষয়ে পরিবহন অডিট অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মৌখিকভাবে আলোচনা হয়েছে। এতদসংক্রান্ত কোন আইনী রেফারেন্স পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী জানান, বিশেষ পদক্ষেপ ছাড়া সওজ এর বিপুল সংখ্যক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা সম্ভব নয়, তাই আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে সাময়িক সময়ের জন্য অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত হবে। এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	(গ) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কিছু অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সাময়িক সময়ের জন্য পরামর্শক হিসেবে নিয়োগের লক্ষ্যে আইনগত দিক পর্যালোচনা করে ৩০.১০.২০২২ তারিখের মধ্যে একটি প্রস্তাব মন্ত্রালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	(গ) সওজ অধিদপ্তরের জন্য প্রস্তুতকৃত অডিট সফটওয়্যারটি আপডেট না থাকায় এবং এ বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ না নেওয়ায় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে সফটওয়্যারটি আপডেট নিশ্চিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(গ) আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে অডিট সফটওয়্যার আপডেট নিশ্চিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সওজ
	(ঘ) উপসচিব (অডিট) জানান, ২৯.০২.২০২২ ও ৩১.০৭.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা বাস্তবায়ন বিষয়ে ১৩.০৯.২০২২ তারিখে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ট্যাক্স সংক্রান্ত যে জটিলতা ছিল তা পরিশোধপূর্বক প্রমাণক সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ/জোন হতে পাওয়া গিয়েছে যা অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিভাগের ১টি আপত্তির বিষয়ে দ্বী-পক্ষীয় সভা করা হয়েছে। সভায় আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে। খুলনা ও সিলেট সড়ক বিভাগের আপত্তির বিষয়ে ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের জন্য প্রধান প্রকৌশলী বরাবর পত্র দেয়া হয়েছে। সভাপতি গোপালগঞ্জ জোনের ২টি সড়ক বিভাগের এবং সিলেট সড়ক বিভাগের অডিট আপত্তির জবাব ও ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ে জানতে চাইলে উপসচিব (অডিট) জানান, গোপালগঞ্জ জোনের অডিট আপত্তির বিষয়ে গঠিত কমিটির আহবায়ক জনাব মোঃ আবু নাছের, উপসচিব এবং গাইবান্ধা সড়ক বিভাগের অডিট আপত্তির বিষয়ে গঠিত কমিটির আহবায় জনাব মোঃ আনিসুর রহমান, যুগ্মসচিব দ্বি-পক্ষীয় সভা করেছেন। এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (বাজেট) অবহিত করেন, শরিয়তপুর সড়ক বিভাগের অডিট আপত্তির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের প্রাপ্ত তথ্য পর্যলোচনায় দেখা যায় প্রক্রিয়াগত অনেক ত্রুটি রয়েছে। তাই পিত্র কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী দ্বী-পক্ষীয় সভা আহবান এবং বিধিগত পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। গাইবান্ধা সড়ক বিভাগের অডিট আপত্তির বিষয়ে সর্বশেষ অবস্থা জানাতে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগে পত্র দেয়া হয়েছে। কিন্তু কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। শরিয়তপুর ও গাইবান্ধা সড়ক বিভাগের অডিট আপত্তির পরিপূর্ণ জবাব আগামী ৭ দিনের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া, সিলেট সড়ক বিভাগের আওতায় মহাসড়কে ওয়ে স্কেল মেশিন না বসিয়ে বিল উত্তোলন সংক্রান্ত অডিট আপত্তির সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ঘ) (১) এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট অডিট আপত্তির বিষয়ে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যবিবরণী দ্রুত পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) (২) খুলনা ও সিলেট সড়ক বিভাগের অডিট আপত্তির বিষয়ে আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবান করতে হবে। (ঘ) (৩) শরিয়তপুর ও গাইবান্ধা সড়ক বিভাগের অডিট আপত্তির পরিপূর্ণ জবাব ৭ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) (৪) ওয়ে স্কেল মেশিন না বসিয়ে বিল উত্তোলন সংক্রান্ত অডিট আপত্তির সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থ গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	(ঙ) DUTP প্রকল্পের ৮টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে মতামত যাচাই-বাছাইয়ের নিমিত্ত অবলোপন সংক্রান্ত কমিটির ১ম সভা গত ০৮.০৬.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে মিটিং রেকর্ড নোট ডিটসিএ'র ২ জন ও মন্ত্রণালয়ের ১জন সদস্যের স্বাক্ষরসহ পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সদস্য (পরিচালক) এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি এখনও স্বাক্ষর করেননি। এ বিষয়ে তার সাথে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলে তিনি মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে আলাপ করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন মর্মে জানিয়েছে। এ বিষয়ে পূর্ত অডিট অধিদরপ্তরের সাথে যোগাযোগ করার জন্য যুগ্মসচিব (বাজেট) কে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ঙ) DUTP প্রকল্পের ৮টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে অনুষ্ঠিত অবলোপন সংক্রান্ত কমিটির মিটিং রেকর্ড নোটে স্বাক্ষরের বিষয়ে আগামী সভার পূর্বে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগযোগ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ
	(চ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল জানান, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)-এর ৩৩টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে ২২টি অগ্রিম আপত্তির ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত ব্রডশীট জবাব দ্রুত পূর্ত অডিট আধিদপ্তরে প্রেরণ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(চ) ডিএমটিসিএল এর ৩৩টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে এবং ২২টি অগ্রিম আপত্তির ব্রডশীট জবাব দ্রুত পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট
	(ছ) উপসচিব (অডিট) জানান, চট্টগ্রাম ট্রাক ডিপোর ১৮টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে আগামী নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের জন্য কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়েছে।	(ছ) চট্টগ্রাম ট্রাক ডিপোর ১৮টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করতে হবে।	উপসচিব (অডিট)
	(জ) উপসচিব (অডিট) জানান, প্রেষণে পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব) পদায়নের জন্য শীঘ্রই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হবে। পত্রের খসড়া উপস্থাপনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (২) দ্রুত আধা-সরকারি পত্রের খসড়া উপস্থাপন করতে হবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৫.	**পেনশন কেইস:**		

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা		বিগত মাস হতে আগত	বিবেচ্যমাসে আগত	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তি	অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (সওজ কর্মকর্তাদের পেনশন কেইস)		১	-	১	-	১	দীর্ঘ পেন্ডিং
		২৭	১	২৮	৩	২৫	সাময়িক পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	১ম - ৯ম গ্রেড	১০	-	১০	১	৯	
	১০ম - ২০তম গ্রেড	-	১১	১১	১১	-	
বিআরটিসি		২৪৯	৫	২৫৪	২ (আংশিক)	২৫৪	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ		-	-	-		-	
ডিটিসিএ		-	-	-	-	-	
মোট		২৮৭	১৭	৩০৪	১৫	২৮৯	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ক. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ: (১) সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন শাখার প্রতিনিধি জানান, দীর্ঘ পেন্ডিং ১টি পেনশন কেইসের (জনাব খালেকুজ্জামান) অডিট সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। অডিট আপত্তিটি পিএ কমিটিতে উত্থাপনের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। এছাড়া, আগস্ট ২০২২ মাসের পেন্ডিং ২৭টি পেনশন কেইসের মধ্যে সেপ্টেম্বর'২২ মাসে ৩টি কেইস নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ১টি পেনশন কেইস নতুন আসায় বর্তমানে ২৫টি পেনশন কেইস অনিষ্পন্ন রয়েছে। অডিট শাখার অনাপত্তি না পাওয়ায় উক্ত পেনশন কেইস পেন্ডিং রয়েছে। উপসচিব (অডিট) জানান, সাময়িক পেন্ডিং পেনশন কেইস নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং ৩০ অক্টোবর ২০২২ তারিখে ১ জন কর্মকর্তা'র আপত্তির উপর ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করা হবে। (২) স্থগিত থাকা ০৮ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে ২ জন কর্মকর্তার পেনশন আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত ২ জন কর্মকর্তাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অনাপত্তি প্রদানের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হলে অনাপত্তি প্রদান করেনি। বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য ১৩.০৯.২০২২ তারিখে এ সংক্রান্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নথি উপস্থাপন করা হবে। এ বিষয়ে কমিটির সদস্য জনাব মনীন্দ্র কিশোম মজুমদার, যুগ্মসচিব জানান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পত্রে আপত্তিকর মন্তব্য করা হয়েছে। বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়েছে। সভায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পুনরায় পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।	(১) (ক) জনাব খালেকুজ্জামান এর খসড়া অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পিএ কমিটিতে উত্থাপনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (১) (খ) সাময়িক পেন্ডিং পেনশন কেইস নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং পেনশন কেইস সম্পর্কিত বিশেষ ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে। (২) বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্থগিত থাকা পেনশন কেইস নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং ২ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার পেনশন আবেদনের প্রেক্ষিতে পুনরায় অনাপত্তি পত্রের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পত্র দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)/ সি:স: সচিব (অডিট)
	খ. সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাদের ১০টি পেনশন কেইসের মধ্যে সেপ্টেম্বর'২২ মাসে ০১টি পেনশন কেইস পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করায় এবং কোনো পেনশন কেইসের আবেদন না পাওয়ায় বর্তমানে সওজ অধিদপ্তরে অনিষ্পন্ন পেনশন কেইসের সংখ্যা ৯টি। বিবেচ্য মাসে ১০-২০ তম গ্রেডের ১১টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তি করা হয়েছে।	অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন প্রদানের কার্যক্রম দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পিত্তির উদ্যোগ নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	গ. বিআরটিসি বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রতি মাসে গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া পরিশোধের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসে ২জন কর্মচারীকে আংশিক ৩,৫০,০০০ (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।	ধারাবাহিকতা ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্রাচুইটি ও বকেয়া পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	ঘ. বিআরটিএ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিআরটিএতে কোনো পেনশন কেইস অনিষ্পন্ন নেই। প্রত্যেক কর্মকর্তা পেনশনে যাবার পূর্বেই কাগজপত্র প্রস্তুত করে থাকেন। তাই আবেদন প্রাপ্তির সাথে সাথেই তা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়।	পেনশন কেইস পাওয়া গেলে তা দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
৬.	**আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত:** উপসচিব (বিআরটিএ) জানান, সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় প্রণীত বিধিমালার ওপর অর্থ বিভাগের সম্মতি/অনাপত্তি প্রদানের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করা হয়েছে। নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্থ বিভাগ ইতিবাচক মতামত দিয়ে প্রেরণ করবেন মর্মে জানানো হয়েছে। তবে বিধিতে উল্লিখিত কিছু কিছু ফি'র পরিমান বৃদ্ধি করে দিতে পারে।	অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি/অনাপত্তি পাওয়ার পর দ্রুত পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/উপসচিব (বিআরটিএ)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	খ. বিআরটি বিধিমালা ২০২২ প্রণয়ন: উপসচিব (ঢাকা বিআরটি), খসড়া বিআরটি বিধিমালা ২০২২ চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে এর ওপর বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা হতে ৮টি এবং জনসারধরনে নিকট হতে ওয়েব সাইটে ০১টি মতামত পাওয়া গিয়েছে। আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে মতামতের আলোকে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহবানের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হতে পারে।	বিআরটি বিধিমালা ২০২২ এর ওপর একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহবান করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা-বিআরটি/উপসচিব (বিআরটি)
	গ. মহাসড়ক আইন ২০২১ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, গঠিত কমিটি কর্তৃক 'মহাসড়ক বিধিমালা-২০২২'' এর খসড়া প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সিনিয়র পার্যায়ে এটি পর্যালোচনা করা হচ্ছে। এ মাসের মধ্যেই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। আগামী ৩০ অক্টোবর ২০২২ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	'মহাসড়ক বিধিমালা-২০২২' এর খসড়া আগামী ৩০ অক্টোবর ২০২২ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	ঘ. টোল নীতিমালা হালনাগাদ করণ: (১) বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বিদ্যমান টোল আইন ১৯৮৫ এবং টোল নীতিমালা ২০১৪ হালনাগাদ করা খুবই জরুরী মর্মে সভায় আলোচনা হয়। কমিটি গঠনের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এ বিষয়ে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে কমিটির কার্যক্রম শুরু এবং ফলপ্রসূ অগ্রগতি অনায়নে সভায় গুরুত্বরোপ করা হয়। (২) উদ্বোধনকৃত নতুন সেতুতে টোল নির্ধারণ ও টোল আদায়ের বিষয়ে সভাপতি জানতে চাইলে উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, নতুন সেতু টোল হার নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের সাথে আলাপ হয়েছে। টেন্ডার প্রক্রিয়া চলমান আছে। এ প্রসংঙ্গে প্রধান প্রকৌশলী জানান, মেঘনা-গোমতী টোল প্লাজায় টোল আদায় বিষয়ে ২৩-২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয়েছে। প্রতিবেদন দাখিল করেছে। এছাড়া, ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতুর টোল আদায়ের বিষয়ে টেন্ডার মূল্যায়ন পর্যায়ে রয়েছে। কালনা সেতুর টোল আদায়ের বিষয়ে টেন্ডার মূল্যায়ন করা হয়েছিল। মূল্যায়নে ভুল হওয়ায় পুনরায় মূল্যায়ন করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। দ্রুত মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নির্ধারণকৃত হারে টোল আদায়ের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজকে পরামর্শ দেয়া হয়। আগামী সভায় হালনাগাদ তথ্য সভাকে অবহিত করার জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়।	আগামী সমন্বয় সভা পূর্বে গঠিত কমিটিকে টোল আইন ১৯৮৫ এবং টোল নীতিমালা ২০১৪ হালনাগাদ করার কাজ শুরু করতে হবে এবং ফলপ্রসূ অগ্রগতি আনতে হবে। মূল্যায়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে সম্প্রতি উদ্বোধনকৃত ৩টি সেতুতে নির্ধারণকৃত হারে টোল আদায় কার্যক্রম দ্রুত শুরু করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিকত্ সচিব ও গঠিত কমিটির আহবায়ক/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	ঙ. বাস পরিবহন সেবা ও বিশেষ অধিকার (রুট ফ্রাঞ্চাইজ), আইন ২০২২: নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, বাস পরিবহন সেবা ও বিশেষ অধিকার (রুট ফ্রাঞ্চাইজ), আইন ২০২২ প্রণয়নের লক্ষ্যে অক্টোবর ২০২২ মাসে অংশীজন সভা আয়োজন করা হবে। আগামী দ্রুত অংশীজন সভা আহবানের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	বাস পরিবহন সেবা ও বিশেষ অধিকার (রুট ফ্রাঞ্চাইজ), আইন ২০২২ প্রণয়নের লক্ষ্যে দ্রুত অংশীজন সভা আহবান করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ
	চ. বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২ প্রণয়ন: যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ) জানান, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ সংশোধনপূর্বক বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২ এর খসড়া চূড়ান্ত করার নিমিত্ত গত ১০.০৪.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে স্টেক হোল্ডারদের মতামতের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। ১০টি প্রতিষ্ঠান হতে মতামত পাওয়া গেছে। আরো ৪টি সংস্থার মতামতের জন্য ব্যক্তিগত যোগাযোগ করা হচ্ছে। প্রাপ্ত মতামতের আলোকে ডিটিসিএ কর্তৃক একটি খসড়া প্রস্তুত করে আগামী ১৫ নভেম্বর ২০২২ তারিখের মধ্যে মন্ত্রালয়ে প্রেরণ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	স্টেক হোল্ডারদের মতামতের ভিত্তিতে একটি খসড়া প্রস্তুত করে আগামী ১৫ নভেম্বর ২০২২ তারিখের মধ্যে মন্ত্রালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ)
	ছ. ফিটনেস বিহীন গাড়ী স্ক্র্যাপ নীতিমালা-২০২২: গত টাস্কফোর্স কমিটির সভার ফিটনেস বিহীন গাড়ী স্ক্র্যাপ নীতিমালা প্রণয়ণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। সভায় এ বিষয়ে আলোচনা হয় এবং আগামী টাস্কফোর্স কমিটির সভার পূর্বে একটি খসড়া নীতিমালা প্রস্তুত করার জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিকে পরামর্শ দেয়া হয়।	আগামী টাস্কফোর্স কমিটির সভার পূর্বে ফিটনেস বিহীন গাড়ী স্ক্র্যাপ নীতিমালা খসড়া প্রণয়ন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
৭.	**বৃক্ষরোপণ :** উপসচিব (সওজ নন-গেজেটেড) জানান, ল্যান্ডস্কেপিং অনুযায়ী বৃক্ষরোপনের গাইডলাইন প্রস্তুত সম্পন্ন করে ১৫ অক্টোবর ২০২২ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা ছিল। কিন্তু সওজ অধিদপ্তর হতে এখন প্রেরণ করেনি। এ বিসয়ে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (টেকানিক্যাল সার্ভিসের উইং জানান, অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আহবান করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে। আগামী সপ্তাহে একটি স্টেক হোল্ডার মিটিং করা হবে। মিটিং এর সুপারিশ অনুযায়ী দ্রুত এটি মন্ত্রালয়ে প্রেরণ করা হবে।	আগামী ২৫ অক্টোবর ২০২২ তারিখে মধ্যে ল্যান্ডস্কেপিং অনুযায়ী বৃক্ষরোপনের গাইডলাইন মন্ত্রালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা)/ উপসচিব টোল ও এক্সেল)/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৮.	**সওজ অধিদপ্তরের ভূমি নামাজারি সংক্রান্ত:** এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা প্রধান কার্যালয় জানান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত/রিকুইজিশনকৃত ও হস্তান্তরিত ভূমি/সম্পত্তি সওজ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত ও নামজারির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ৪,২৩০টি এলএ কেইসের বিপরীতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২,১৪৩টি নামজারি সম্পন্ন হয়েছে। গত মাসে ৬টি নাম জারি হয়েছে। সভাপতি সওজ'র সকল সিনিয়র অফিসারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, সওজ অধিদপ্তরের অনেক জায়গা ব্যক্তি মালিকানায় রেকর্ডভুক্ত হয়ে গেছে। সেগুলোর সঠিক কোনো তথ্য সওজ এর কাছে আছে নাই মর্মে প্রতিয়মান হয়। সওজ অধিদপ্তরের মোট জায়গার পরিমান, হাল রেকর্ড ও দখলীয় জায়গার পরিমান কত তার সঠিক কোনো তথ্য নেই। এ বিষয়ে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। সভাপতি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দু'পাশে কি পরিমান জায়গা অধিগ্রহন করা হয়েছে সব জায়গা দখলে আছে কিনা এবং নামজারি ও রেকর্ডভুক্ত হয়েছে কিনা এ বিষয়ে জোন এবং সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়কে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, উত্তরায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের জায়গা ব্যক্তি মালিকানার দখলে নিয়ে মার্কেট করা হয়েছে মর্মে গণমাধ্যমে খবর প্রকাশ করা হয়েছিল। এ বিষয়ে খোঁজ খবর নিয়ে তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপন করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(১) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দু'পাশে কি পরিমান জায়গা অধিগ্রহন করা হয়েছে সব জায়গা দখলে আছে কিনা এবং নামজারি ও রেকর্ডভুক্ত হয়েছে কিনা এ বিষয়ে জোন এবং সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। (১) উত্তরায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের জায়গা ব্যক্তি মালিকানার দখলে নিয়ে মার্কেট করা হয়েছে তার তথ্য সংগ্রহ করে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট), যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী(সকল সড়ক বিভাগ)
৯.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তথ্য: (ক) গত ০১.০৯.২০২২ তারিখ ঢাকা সড়ক বিভাগাধীন আব্দুল্লাপুর-তেরমুখ- উলুখোলা (জড-৩০০৩) সড়ক এর ১ম কিলোমিটার (অংশ) পর্যন্ত সড়কের উভয় পার্শ্বে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ২১ (একুশ) টি সেমি পাকা দোকান, ৬২ (বাষট্টি) কাচা দোকান এবং ১৮ টি (আঠারো) টি বিলবোর্ড সহ মোট ১০১ (একশত এক) টি অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা হয়। এতে করে ২.০০ একর ভূমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়। উক্ত ভূমির বর্তমান আনুমানিক বাজার মূল্য ১২.০০ কোটি টাকা (কম বা বেশি)।	(ক) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং দখল নিশ্চিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	খুলনা জোনের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তার নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য: (খ) (১) গত ০১.০৯.২০২২ তারিখ খুলনা সড়ক বিভাগাধীন খুলনা সিটি বাইপাস জাতীয় (এন-০৭) মহাসড়কের KPI আওতাভুক্ত খানজাহান আলী সেতু (রুপসা ব্রিজ) সংলগ্ন মহাসড়কের ২ (দুই) পাশে সওজ'র অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে গড়ে ওঠা ৩৫টি পাকা/আধাপাকা স্থাপনা অপসারণ করা হয়। রাস্তার পাশে অবৈধভাবে রাখা সাইনবোর্ড, ইট, বালু, পাথর ও গাছের গুড়ি অপসারণ করা হয়। এতে করে ০.৬০ একর ভূমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়। উক্ত ভূমির বর্তমান আনুমানিক বাজার মূল্য ৪ কোটি টাকা। (খ) (২) গত ২৭.০৯.২০২২, ২৮.০৯.২০২২ ও ২৯.০৯.২০২২ তারিখ সাতক্ষীরা সড়ক বিভাগাধীন খুলনা –চুকনগর সাতক্ষীরা আঞ্চলিক মহাসড়কের (আর-৭৬০)সাতক্ষীরা অংশ এর পাটকেলঘাটা হতে সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল মোড় এবং সাতক্ষীরা-সখিপুর-কালিগঞ্জ জেলা মহাসড়কের (জড-৭৬০২) সাতক্ষীরা লাবণী মোড় হতে কালিগঞ্জ পর্যন্ত সওজ কর্তৃক অধিগ্রহনকৃত জায়গায় গড়ে উঠা ৫৭০টি পাকা/আধাপাকা স্থাপনা অপসারণ করা হয়। রাস্তার পাশে অবৈধভাবে রাখা সাইনবোর্ড, ইট, বালু, পাথর ও গাছের গুড়ি অপসারণ করা হয়। এতে করে ৬.৩০ একর ভূমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়। উক্ত ভূমির বর্তমান আনুমানিক বাজার মূল্য ৪০ কোটি টাকা। অবৈধ উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।		
	(গ) (১) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান আমিন বাজার-হেমায়েতপুর মহাসড়কের পাশে এবং ব্রীজের স্লপে কারা এবং কোথাকার ময়লা ফেলা হচ্ছে তা ধরার জন্য কয়েক বার সেখানে অবস্থান করা হয়েছলি কিন্তু দিনের বেলায় কাউকে পাওয়া যায়নি। রাতের বেলায় অভিযান পরিচালনা করা হবে। এছাড়া, সেখানে মাইকিং করা হয়েছে। সাইন বোর্ড লাগানোর কাজ চলছে।	(গ) আমিন বাজার - হেমায়েতপুর মহাসড়কের পাশে এবং ব্রীজের স্লপে ময়লা ফেলা বন্ধে মাইকিং, সাইনবোর্ড ও অভিযান পরিচালনা করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা
	(গ) (২) মহাসড়ক/সড়কের যে সকল স্থানে বর্জ্য ফেলা হয় তার নাম উল্লেখ করে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(গ) (২) মহাসড়ক/সড়কের যে সকল স্থানে বর্জ্য ফেলা হয় তার নাম উল্লেখপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (প্রধান কার্যালয়)/ যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)
	অবৈধ দখলমুক্ত ভূমি দখলে রাখা: অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) জানান, সওজ অধিদপ্তরের জায়গা দখলে রাখাতে সীমান পিলার স্থাপন করার পাশাপাশি প্রতিটা সড়ক বিভাগভিত্তিক অবৈধ স্থাপনা চিহ্নিত করে সেগুলো উচ্ছেদে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা অতি জরুরী। এ প্রসংঙ্গে যুগ্মসচিব (সওজ জিওবি) বলেন নতুন প্রকল্পে	(ক) সওজ অধিদপ্তরের জায়গা দখলে রাখতে সীমান পিলার স্থাপন করার পাশাপাশি প্রতিটা	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	পিএমপি/পিএমপি মাইনর খাতের বরাদ্দ হতে পিলার স্থাপনের কাজ করার নির্দেশনা দেয়া আছে। প্রকল্পের পিসিআর-এ সীমানা পীলার স্থাপনের বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মনিটরিং টীম কর্তৃক যাচাই করার জন্য সভাপতি পরিকল্পনা উইংয়ের কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন। সীমানা পিলার স্থাপনের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রয়োজনে সীমানা পিলার প্রস্তুত ও স্থাপনে একজন ঠিকাদার নিয়োগ করা যেতে পারে মর্মে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	স্থাপনা চিহ্নিত করে সেগুলো উচ্ছেদে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করতে হবে। (খ) প্রকল্পের পিসিআর-এ সীমানা পীলার স্থাপনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট মনিটরিং টীম কর্তৃক যাচাই করতে হবে। (গ) সীমানা পিলার স্থাপনের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রয়োজনে সীমানা পিলার প্রস্তুত ও স্থাপনে একজন ঠিকাদার নিয়োগ করার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।	
	অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ: (ক) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, আগস্ট ২০২২ মাসের তথ্য অনুযায়ী ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও গোপালগঞ্জ জোনের অধীন বিভিন্ন সড়ক বিভাগ হতে ১৮৪টি অবৈধ বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণ করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে) এর ভাঙ্গা অংশের ইন্টার-সেকশনে গড়ে উঠা অবৈধ বিলবোর্ড অপসারণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) ঢাকার প্রবেশ এবং বাহির পথসহ সারাদেশে সওজ এর জায়গায় স্থাপিত অবৈধ বিলবোর্ড/ব্যানার/ফেস্টুন অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে) এর ভাঙ্গা অংশের ইন্টার-সেকশনে স্থাপিত অবৈধ বিলবোর্ড দ্রুত অপসারণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	বিআরটিএ'র অনুকূলে উত্তরা এবং পূর্বাচলে জায়গা বুঝিয়ে পাওয়া সংক্রান্ত: বিআরটিএ'র অনুকূলে রাজউক হতে উত্তরা এবং পূর্বাচলে বরাদ্দকৃত জায়গা দখলে নেয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়। উক্ত জায়গা রাজউক হতে বুঝে নিয়ে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	বিআরটিএ'র অনুকূলে রাজউক হতে উত্তরা এবং পূর্বাচলে বরাদ্দকৃত জায়গা দখলে নিয়ে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
১০.	**মোবাইল কোর্ট পরিচালনা:** বিআরটিএ বিআরটিএ হতে জানানো হয়েছে- (ক) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে) ও অন্যান্য জাতীয় মহাসড়কে অবৈধ মোটরযান চলাচল বন্ধে সেপ্টেম্বর/২০২২ মাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ০৩টি অভিযানে ৩৫টি মামলায় ৪৭,৫০০/- (সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশত) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়াও, সারাদেশে মোবাইল কোর্ট কর্তৃক ১৩২১টি মামলার মাধ্যমে ৫১,৩৫,৩০০ (একান্ন লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশত) টাকা জরিমানা আদায়সহ ২৭(সাতাশ)টি গাড়ি ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ এবং ১০(দশ) জনকে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। (খ) জেলা প্রশাসনের সহায়তায় বিআরটিএ'র জেলা সার্কেলসমূহে নিয়মিতভাবে প্রতিমাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হচ্ছে। সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসে ২,১৯৫টি মামলায় ৩০,২৮,৮৩৫ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কার্যক্রম গণমাধ্যমে প্রচার অব্যাহত রয়েছে। গত সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ২০৭টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। গত ০১ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ সড়কে শৃঙ্খলা জোরদার ও দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত যাত্রী ও পণ্য পরিবহন কমিটি (আরটিসি) এর সভা আয়োজনের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	(ক) বিআরটিএ কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে) ও অন্যান্য জাতীয় মহাসড়কে অবৈধ মোটরযান চলাচল বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) (১) বিআরটিএ'র সার্কেল অফিসের উদ্যোগে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) (২) মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কার্যক্রম গণমাধ্যমে প্রচার অব্যাহত	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/তথ্য অফিসার

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		রাখতে হবে এবং সড়ক দুর্ঘটনা ও শৃঙ্খলা আনায়নে বিআরটিএ'র জেলা অফিসের উদ্যোগে জেলা পর্যায়ে আঞ্চলিক পরিবহন কমিটির সভা (আরটিসি) নিয়মিত আহবান করতে হবে।	
	(গ) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে স্থাপিত এক্সেললোড দিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ীর চাকা উপরে তুলে ওজন কারচুপি করা হয় মর্মে অভিযোগ রয়েছে। বিষয়টি বিআরটিএ'র সহায়তায় কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী উক্ত মহাসড়কে মোবাইল কোর্ট পরিলাচনা করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে রাতের বেলা মোটর সাইকেলের রেসিং প্রতিযোগিতা করা হয়, যা খুবই বিপদজ্জনক। রেসিং বন্ধে হাইওয়ে পুলিশ ও জেলা পুলিশের সহায়তায় বিআরটিএ কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	(গ) (১) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে স্থাপিত এক্সেললোডে গাড়ির ওজন কারচুপির বিষয়ে বিআরটিএ'র সহায়তায় কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর উদ্যোগে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে এবং (ঘ) (২) উক্ত মহাসড়কে রাতের বেলা মোটর সাইকেলের রেসিং প্রতিযোগিতা বন্ধে হাইওয়ে পুলিশ ও জেলা পুলিশের সহায়তায় বিআরটিএ কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
১১.	**বিআরটিসি বাসের সেবাদান কার্যক্রম মনিটরিং:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান, বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট এবং মন্ত্রণালয়ের ভিজিলেন্স টিম সমন্বিতভাবে বিআরটিসি বাসের সেবাদান কার্যক্রম মনিটরিং করেন। বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট কর্তৃক বিআরটিসি বাসে অব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসে ৫টি বিআরটিসি বাসে অভিযান পরিচালনা করে কোন প্রকার অনিয়ম/ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি।	বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট কর্তৃক বিআরটিসি বাসের সেবা কার্যক্রম মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
১২.	**বিআরটিসি'র ছাদ খোলা বাস সার্ভিস** দুটি ছাদ খোলা বাসে ঢাকার ঐতিহাসিক স্থানসমূহ এবং পদ্মাসেতু দর্শণের জন্য বিশেষ বাস সার্ভিস চালকরণের জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিসি কে সভায় অনুরোধ জানানো হয়।	দুটি ছাদ খোলা বাসে ঢাকার ঐতিহাসিক স্থানসমূহ এবং পদ্মাসেতু দর্শণের জন্য বিশেষ বাস সার্ভিস চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
১৩.	**সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :** **Grievance Redress System (GRS) :** অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা জানান, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ৩০টি অভিযোগ/মতামত পাওয়া গেছে। উল্লিখিত অভিযোগের মধ্যে ২৮টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২টি অভিযোগ/মতামতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্ণিত অভিযোগ/মতামতগুলো নিষ্পত্তির সময় এখনও অতিক্রান্ত হয়নি।	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত অভিযোগ গুরুত্বের সাথে নিষ্পত্তি করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	Public Service Innovation: (ক) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ২টি রুটে পরিচালিত "আমাদের বিআরটিসি" অ্যাপস সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচার প্রচারণার উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে এবং ০৬টি রুটে "আমাদের বিআরটিসি" এ্যাপসটি চালু করা হয়েছে। এ্যাপসটি কার্যকর ও জনসাধাণের ব্যবহারের জন্য প্রচার প্রচারণা করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (খ) ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান মাদ্রাজ সিকিউরিটি প্রিন্টারস প্রাইভেট লিমিটেড (MSPPL) কর্তৃক ডেটা মাইগ্রেশনসহ সিস্টেম আপগ্রেডেশনের কাজ চলমান রয়েছে, যা শীঘ্রই সমাপ্ত হবে। উক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর যে কোনো সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স (কেবলমাত্র	(ক) "আমাদের বিআরটিসি" অ্যাপস সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচার প্রচারনা করতে হবে। (খ) যে কোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের কাজ যথাসময়ে শুরু করতে	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	অপেশাদার) নবায়নের জন্য মডিউল তৈরীর কাজ শুরু করা হবে। আশা করা যায়, জানুয়ারি ২০২৩ মাসের মধ্যেই যে কোনো সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স (কেবলমাত্র অপেশাদার) নবায়ন করা যাবে।	হবে।	
	(গ) গ্রাহকের ভিজিট কমিয়ে সর্বোচ্চ সেবা প্রদান নিশ্চিত করা এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রাহকের দ্বারে পৌঁছে দেয়ার বিষয়ে বিআরটিএ কর্তৃক নতুন আইডিয়া নেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে কার্যক্রম ও অগ্রগতি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(গ) জনসাধারণের ভিজিট কমিয়ে সর্বোচ্চ সেবা প্রদান নিশ্চিত করা এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রাহকের দ্বারে পৌঁছে দেয়ার জন্য নতুন আইডিয়ার বিষয়ে কার্যক্রম ও অগ্রগতি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	Right to information: **তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ হালনাগাদকরণ:** উপসচিব (আইন) ও তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা জানান, ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের নিমিত্ত তথ্যের ক্যাটাগরি ও তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস এবং ইনডেক্স সংরক্ষণের নির্দেশনা রয়েছে। এ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা সকল শাখা/অধিশাখায় সংরক্ষিত নথিসমূহের তালিকা শ্রেণিবিন্যাস করে হালনাগাদ রাখার জন্য তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়াও তিনি অবহিত করেন যে, ১৫ অক্টোবর ২০২২ তারিখের মধ্যে বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েব সাইটে আপলোড করার বাধ্যবাধকতা ছিল। যারা করেনিন তারা এ সূচকে কম নম্বর পাবেন। সওজ অধিদপ্তর, বিআরটিএ ও ডিএমটিসিএল যথাসময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন আপলোড করছে হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। নির্ধারিত সময়ে মধ্যে যার আপলোড করেনি ঐ সকল দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট ফোকাল পার্সনদের নিকট যথাযথ কারণ জানতে চেয়ে মন্ত্রণালয় হতে পত্র প্রেরণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের নিমিত্ত এ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা সকল শাখা/অধিশাখায় সংরক্ষিত নথিসমূহের তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস করে হালনাগাদ করতে হবে। (খ) নির্ধারিত সময়ে মধ্যে যে সকল দপ্তর/সংস্থা বার্ষিক প্রতিবেদন আপলোড করেনি ঐ সকল দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট ফোকাল পার্সনদের নিকট যথাযথ কারণ জানতে চেয়ে মন্ত্রণালয় হতে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী,সওজ/চেয়ারম্যান,বিআরটিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বিআরটি/যুগ্মসচিব (সকল)/উপসচিব (সকল)/সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সহকারী সবিব (সকল) উপসচিব (আইন) ও তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা
	ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, ই-নথির কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (ঢাকা বিআরটি) কর্মকর্তা/কর্মচারিদের ২৭ ও ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সওজ অধিদপ্তর এবং বিআরটিএর জোন/বিভাগীয় অফিসে ই-নথির কার্যক্রম চালু করার জন্য a2i-কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। a2i প্রকল্পের প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। উপসচিব (সওজ গেজেটে সংস্থাপন) জানান, এপিএ'র ইনোভেশন অংশে ই-নথির বিষয়টি যুক্ত হয়েছে। ৮৫ শতাংশ নথি ই-ফাইলে নিষ্পত্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা আছে। দপ্তর/সংস্থায় ই-নথির কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য ইতোমধ্যে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের জানানো হয়েছে। দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের ই-নথির কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বিয়টি আইসিটি ইউনিটে কর্মকর্তাগণ দপ্তর/সংস্থার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	দপ্তর/সংস্থার ই-নথির কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে। আইসিটি ইউনিটের কর্মকর্তাগণ দপ্তর/সংস্থার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/দপ্তর/ সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
১৪.	**বিবিধ:** **ক. মহাসড়কে টোল আদায় পদ্ধতি চালুকরণ:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ,		
	(১) মেঘনা-গোমতী সেতুতে নতুন ইজারদার কর্তৃক পূর্বের থেকে টোল আদায়ের পরিমান কম হওয়ার বিষয়ে গত ২৩-০৯-২০২২ হতে ২৫-০৯-২০২২ তারিখ পর্যন্ত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে চলাচলকারী যানবাহনের জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং ট্রাফিক জরিপ কাজ শেষান্তে শীঘ্রই পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিল করা হবে। টোল আদায়ে কোন সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে বিষয়ে সভাপতি জানতে চাইলে সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সওজ জানান, নতুন ইজারাদার কর্তৃক unified সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে। বিষয়টি সরেজমিনে গিয়ে দেখে নিশ্চিত হয়ে প্রতিবেদন দাখিলে জন্য তাকে পরামর্শ দেয়া হয়।	(১) মেঘনা-গোমতী সেতুতে নতুন ইজারদার কর্তৃক টোল আদায় সিস্টেমে কোন সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে তা সরেজমিনে দেখে আগামী সভার পূর্বে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সওজ
	(২) যুগ্মসিচব (সওজ জিওবি) জানান, সেতু ও ফেরীর ইজারাদার নিয়োগের বিষয়ে সঠিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়না। অনেক সময় দেখা যায় পূর্বের ইজারদারের মেয়াদ শেষ হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে নতুন ইজারাদার আহবান করা হয়না। আবার পছন্দের ইজারাদার না পেলে বার বার	(২) (ক) সেতু ও ফেরীর ইজারাদার নিয়োগে পূর্বের	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	অথবা নিজেরা পরিচালনার দায়িত্ব নেন। এতে করে কাঙ্খিত টোল আদায় হয়না। পূর্বের ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার ৪মাস পূর্বে নতুন ইজারাদার নিয়োগের কার্যক্রম শুর করে নির্দিষ্ট সময়ে তা সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারেপপ করা হয়। এছাড়া, সারাদেশে কতটি ফেরী, সেতু ও মহাসড়কে টোল আদায় করা হয় এবং কি পদ্ধতিতে আদায় করা হয় তার তালিকা আগামী সভায় উপস্থাপন করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেয়া হয়।	মাস পূর্বে নতুন ইজারাদার নিয়োগের কার্যক্রম শুর করে নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত নিয়মের ব্যতয় ঘটালে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ বরবর একটি পত্র প্রেরণ করতে হবে। ২ (খ) সারাদেশে কতটি ফেরী, সেতু ও মহাসড়কে টোল আদায় করা হয় এবং কি পদ্ধতিতে আদায় করা হয় তার জোনভিত্তিক তালিকা আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	
	(৩) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন ও সংস্থাপন) জানান, শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাদ সেতুর ইজারাদার কর্তৃক রশিদের মাধ্যমে হাতে হাতে টোল আদায় করা হয়। ডাকের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দরদাতাকে ৩ বছরের জন্য ইজারা প্রদান করা হয়েছে। এখানে কোনো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করা হয়নি। এজেন্ডোটি আগামী সমন্বয় সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	(৩) এজেন্ডাটি আগামী সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দিতে হবে।	উপসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ)
	খ. অধীনস্থ সংস্থাসমূহের আইটি অডিট (১) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সওজ জানান, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০২২-২৩ এর কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ৩টি সেতুর আইটি অডিটের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ১টি সেতুর আইটি অডিট সম্পন্ন হয়েছে। অপর ২টি সেতুর আইটি অডিটের জন্য বিসিসিকে পত্র দেয়া হয়েছে।	(১) বিসিসির সাথে যোগাযোগ করে অপর ২টি সেতুর আইটি অডিট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(২) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, আইটি অডিটের VAPT এর কাজ চলমান রয়েছে। বিসিসি (BCC) থেকে VAPT রিপোর্ট পাওয়া গেলে পূর্ণাঙ্গ আইটি অডিট রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। আগামী ৩০ অক্টোবর ২০২২ তারিখের মধ্যে আইটি অডিট রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(২) আগামী ৩০ অক্টোবর ২০২২ তারিখের মধ্যে বিআরটিএ'র আইটি অডিট প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	গ. Unified টোল কালেকশন সিস্টেম (Uniform Method) বাস্তবায়ন: (ক) সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, সওজ জানান, ঘোড়াশাল ও মেঘনা-গোমতী সেতুতে Unified Toll Software পাইলটিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পাইলটিং এর সময়ে কোন সংযোজন/বিয়োজন হলে TOR অনুযায়ী পরিবর্তন করা হবে। ৩০ অক্টোবর ২০২২ তারিখে চলমান পরামর্শক এর মেয়াদ শেষ হবে।	(ক) ঘোড়াশাল ও মেঘনা-গোমতী সেতুর পাইলটিং এর মেয়াদ শেষে হলে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হতে সফটওয়্যার বুঝে নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	(খ) Unified Toll কালেকশনের ক্ষেত্রে ইজারাদার কর্তৃক Hardware সরবরাহের কার্যক্রম চলমান আছে।	(খ) Unified Toll কালেকশনের ক্ষেত্রে ইজারাদার কর্তৃক Hardware সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	
	ঘ. প্রকল্প পরীবিক্ষণ মনিটরিং অ্যাপস: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সওজ জানান, সড়ক ও সেতু মনিটরিং এ্যাপস এর একটি অংশ হচ্ছে প্রকল্প পরিবীক্ষণ নির্দেশিকা, অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক কুমিল্লা জোনে এ্যাপসটি পাইলটিং করা হয় এবং উক্ত এ্যাপসটির উপর সকল জোন, সার্কেল ও ডিভিশন অফিসে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ্যাপসটির ওয়েব ভার্সন এবং Boundary Map তৈরীর কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এ্যাপসটিতে Data entry কার্যক্রম এর জন্য সকল জোনের কর্মকর্তাগণকে জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে Data entry কার্যক্রম সম্পন্ন করে এ্যাপসটি ব্যবহার উপযোগী করার জন্য সভাপতি সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সওজকে নির্দেশনা প্রদান করেন এবং মনিটরিং টীমের সদস্যদের এ্যাপসটি ব্যবহার বিষয়ে ধারণা প্রদানের জন্যও নির্দেশনা প্রদান করেন।	আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে Data entry কার্যক্রম সম্পন্ন করে এ্যাপসটি ব্যবহার উপযোগী করতে হবে এবং মনিটরিং টীমের সদস্যদের এ্যাপসটি ব্যবহার বিষয়ে ধারণা প্রদান করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সওজ
	ঙ. ডিটিসিএ ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত: ডিটিসিএ প্রতিনিধি জানান, ৩০ জুন ২০২২ তারিখের মধ্যে ডিটিসিএ ভবনের ৫টি ফ্লোর সওজ এর মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঠিকাদার সওজ বুঝিয়ে দিতে পারিনি এবং ৩১ অক্টোবর ২০২২ তারিখ পর্যন্ত সময় চেয়েছে। যদি বুঝিয়ে দিতে না পারে, তাহলে বর্তমান অফিসের ভাড়া বাবদ ৫ লক্ষ	৩১ অক্টোবর ২০২২ মাসের মধ্যে ৫টি ফ্লোর ডিটিসিএকে বুঝিয়ে দিতে হবে। ঠিকাদার উক্ত সময়ের মধ্যে বুঝিয়ে দিতে না পারলে শর্ত অনুযায়ী	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	চ. মেট্রোরেলের ভাড়া, উদ্বোধন, MRT Pass/Rapid Pass কার্ড সংক্রান্ত: ডিএমটিসিএল হতে জানানো হয় (ক) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের প্রতিটি single tripe এর জন্য বিশেষ রেয়াত প্রদানের বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। (খ) এমআরটি লাইন-৬ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিভাবে উদ্বোধন করবেন তার খসড়া প্ল্যান প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। (গ) MRT Pass/Rapid Pass কার্ড এর ব্যবহার ও সুবিধাদি জনসাধারণকে অবহিত করার লক্ষ্যে প্রচার প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মেট্রোরেলের ভাড়া, উদ্বোধন, এমআরটি পাস কার্ড বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করায় এজেন্ডটি আগামী সমন্বয় সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়ার জন্য সভায় গুরুত্বরোপ করা হয়।	এজেন্ডাটি আগামী সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দিতে হবে।	উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ)
	ছ. প্রিন্ট হওয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স বিতরণ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান- (ক) পেন্ডিং থাকা ডাটার প্রিন্টযোগ্য সকল কার্ড (১,১৭২,৭১৮) প্রিন্টপূর্বক বিআরটিএ'র সার্কেল অফিসসমূহে সরবরাহ করা হয়েছে। (খ) প্রতিদিন সার্কেলের বিতরণের সামর্থ্য অনুযায়ী গ্রাহকদের নিকট SMS প্রেরণ করা হয়েছে। অনেকের মোবাইল নাম্বার ভুল থাকার কারণে SMS পাচ্ছে না। তাছাড়া, অনেকে SMS দেখেননা। লাইসেন্সসমূহের মধ্যে প্রায় ৬(ছয়) লক্ষ গ্রাহকদের বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে। অবশিষ্ট লাইসেন্স কার্ড বিতরণ চলমান রয়েছে। (গ) ড্রাইভিং লাইসেন্সের availability সম্পর্কিত তথ্য বিআরটিএ'র ওয়েবসাইট এ প্রকাশ করা হয়েছে। গ্রাহক সিস্টেম থেকে যাচাই করে ড্রাইভিং লাইসেন্স সংগ্রহ করতে পারে। (ঘ) যেই ডেটাগুলো incomplete, এগুলোর ক্ষেত্রে ওয়েবসাইটের সার্চ রেজাল্টে প্রদর্শন করা হচ্ছে "আপনার আবেদন অসম্পূর্ণ তাই প্রিন্ট করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য সংশ্লিষ্ট বিআরটিএ সার্কেল অফিসে যোগাযোগ করুন"। (ঙ) জাতীয় পত্রিকায় এ বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে ০৭ দিন প্রকাশের লক্ষ্যে গত ০২.১০.২০২২ তারিখ থেকে জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে। (চ) পেন্ডিং বেশী থাকা সার্কেলে কার্ড বিতরণের জন্য কাউন্টারসমূহে ডবল শিফটে এবং শনিবার ছুটির দিনে বিতরণ কার্যক্রম চালু করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। (ছ) স্থানীয় Dish TV চ্যানেলের স্ক্রলে ডিএল বিতরণের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করার জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। (জ) বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে/অফিসিয়াল ফেসবুকে প্রচার করা হচ্ছে। প্রিন্ট হওয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স বিতরণ বিষয়ে বিআরটিএ কর্তৃক ইতোমধ্যে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করায় এ বিষেয়ে আর আলোচনার প্রয়োজন না থাকায় আগামী সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দেয়ার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	প্রিন্ট হওয়ায় ড্রাইভিং লাইসেন্স বিতরণে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। আলোচনার প্রয়োজন না থাকায় আগামী সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ)
	জ. মহাসড়কে দুর্ঘটনা রোধে করণীয়: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, (১) মহাসড়কে দুর্ঘটনা রোধকল্পে বিআরটিএ'র বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে মহাসড়কে মোটরসাইকেলসহ ছোট ছোট মোটরযান বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। (২) মোটরসাইকেল ক্রয় এবং মোটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশনের সময় ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা জন্য গত ০৩ জুলাই, ২০২২ তারিখে সভাপতি, বাংলাদেশ মোটরসাইকেল এসেম্বলার্স এন্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন (BMAMA) এর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গত ০৫ জুলাই, ২০২২ তারিখে মোটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশন প্রদানের সময় গ্রাহকের ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র সকল বিভাগীয় কার্যালয়, মেট্রো ও জেলা সার্কেল অফিস বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও, গত ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখ থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যতিত মোটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশন প্রদান না করা এবং বিক্রয় না করা সংক্রান্ত বিআরটিএ'র জরুরি বিজ্ঞপ্তি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, বিআরটিএ'র ওয়েবসাইট ও অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজে প্রকাশ করা হয়েছে। সড়ক পরিবহন ও সড়ক বিভাগে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখের পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যতিত শুধুমাত্র লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণপূর্বক মোটরসাইকেল রেজিস্ট্রেশন প্রদানের সময়সীমা আগামী ১৪ ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। আগামী ১৫ ডিসেম্বর, ২০২২ থেকে মোটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রদানের সময় সংশ্লিষ্ট গ্রহকের ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকার বিষয়টি রেজিস্টারিং অথরিটি কর্তৃক নিশ্চিত করার জন্য এবং অনুরুপভাবে উক্ত তারিখ থেকে চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যতিত মোটরসাইকেল বিক্রয় না করার জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করার জন্য সভাপতি, বাংলাদেশ মোটরসাইকেল এসেম্বলার্স এন্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন (BMAMA) এর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। আগামী ১৫ ডিসেম্বর, ২০২২ থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যতিত মোটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশন প্রদান না করা এবং বিক্রয় না করা সংক্রান্ত বিআরটিএ'র জরুরি বিজ্ঞপ্তি শীঘ্রই বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, বিআরটিএ'র ওয়েবসাইট ও অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজে ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	দুর্ঘটনা রোধে মহাসড়কে ছোট ছোট যান চলাচল বন্ধে মোবাই কোর্ট পরিচালনাসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং মোটর সাইকেল বিক্রি ও লাইসেন্স প্রদানে কঠোর শর্ত আরোপের বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ঝ. BRT বাস টার্মিনালের প্রস্তাবিত জায়গার রেকর্ড সংশোধন ও উদ্ধার: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, এয়ারপোর্ট এলাকায় প্রস্তাবিত BRT বাস টার্মিনালের জন্য প্রস্তাবিত জায়গার রেকর্ড সংশোধনের জন্য গত ১১.০৮. ২০২২ তারিখে এসিল্যান্ড অফিসে কাগজপত্র দাখিল করা হয়েছে এবং যোগাযোগ করা হচ্ছে। শীঘ্রই জায়গাটি দখলমুক্ত করতে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। আগামী ৭ দিনের মধ্যে জায়গাটি উদ্ধারে অভিযান পরিচালনা করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(১) প্রস্তাবিত BRT বাস টার্মিনালের জায়গাটি উদ্ধারের জন্য রেকর্ড সংশোধনের লক্ষ্যে এসিল্যান্ড অফিসের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) আগামী ৭ দিনের মধ্যে জায়গাটি উদ্ধারে অভিযান পরিচালনা করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়, সওজ
	ঞ. BRT প্রকল্পের আওতায় নির্মিত টঙ্গী সেতু ও টঙ্গী ফ্লাইওভার চালু ও যানজট নিরসন: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বিআরটি কোম্পানি জানান, টঙ্গী সেতু ও টঙ্গী ফ্লাইওভার উদ্বোধনের জন্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে নির্ধারিত সময় চাওয়া হয়েছে।	মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট হতে সময় নিয়ে উদ্বোধন সম্পন্ন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা-বিআরটি/প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা-বিআরটি
	ট. আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজন: মোটরযানে আরএফআইডি ট্যাগের ব্যবহার, কার্যকারিতা ও উদ্দেশ্যে বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। আলএফআইড ট্যাগ বিষয়ে সকলের ধারণা থাকা প্রয়োজন, তা না হলে এটি ব্যবহারে কেউ আগ্রহ দেখাবে না। উপসচিব (সওজ গেজেটে সংস্থাপন) জানান, এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর সভাপতিত্বে পুলিশসহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে অদ্য একটি একটি সভা আয়োজন করা হয়েছে। সভায় এ বিষয়ে একটি স্বচ্ছ ধারণা ও এটি কার্যকর বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হবে।	আরএফআইডি ট্যাগ ব্যবহার ও কার্যকারিতা বিষয়ে সকলকে অবগত করতে হবে এবং এটি সকল মোটরযানে ব্যবহারে জন্য মালিকদের বাধ্য করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/উপসচিব (বিআরটিএ)
	ঠ. বাস রুট রেশনালাইজেশন প্রকল্প: অতিরিক্ত সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, ডিটিসিএতে বাস রুট রেশনাইজেশন নাম একটি প্রকল্প রয়েছে। প্রকল্পটি আপাতত বন্ধ রয়েছে। এর মূল্যায়ন কার্যক্রম দীর্ঘদিন পর্যন্ত পেন্ডিং রয়েছে। প্রকল্পটি চালু করতে না পারলে ডিটিসি'র কাজ দৃশ্যমান হবেনা। ঢাকা শহরে বর্তমানে বাস রুট রেশনাইজেশনের আওতায় ৩টি রুটে 'নগর পরিবহন' নামে বাস সার্ভিস চালু রয়েছে। ডিটিসিএ এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেও সিটি কর্পোরেশন এর কর্তৃত্ব পাচ্ছে। তাই প্রকল্পটি চলমান রাখা খুবই প্রয়োজন। সভাপতি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএকে অনুরোধ করেন।	বাস রুট রেশনাইজেশন প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন ৩০ অক্টোবর ২০২২ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ
	ড. মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা: উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ) শাখার প্রতিনিধি জানান, মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে ৩টি সিদ্ধান্ত দীর্ঘ দিন অবাস্তবায়িত রয়েছে। এর মধ্যে ২টি আন্তজার্তিক চুক্তি সংক্রান্ত যা কানেক্টিভিট শাখায় প্রক্রিয়াধীন। অপর ১টি BOOT ভিত্তিতে Construction of 2nd Dhaka-Chittagong National Highway প্রকল্প বেসরকারি অবকাঠামো প্রকল্প হিসাবে তালিকাভুক্তির প্রস্তাব অনুমোদন সংক্রান্ত। সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বারন্বিত এবং নিয়মিতভাবে অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	গুরুত্ব বিবেচনা করে মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট উইং/শাখা হতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং হালনাগাদ অগ্রগতির তথ্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (কানেক্টিভি/ পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান)/ উপসচিব (সমন্ব ও প্রশিক্ষণ)
	ঢ. এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত: এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর সংস্থার শূন্য পদ পূরনের কার্যক্রম অব্যাহত এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
	ন. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী ৯টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এর মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১টি, সওজ অধিদপ্তরের ৪টি, বিআরটিএ'র ২টি, ডিটিসিএ'র ১টি নির্দেশনা রয়েছে। ইতোমধ্যে সওজ এর ২টি নির্দেশনা বাস্তবায়িত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপ:		

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ: **নির্দেশনা ১:** ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা বা ব্যাটারি চালিত ছোট ছোট যানসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরিভিত্তিতে বিআরটিএ এবং পরিবহন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে পর্যালোচনাক্রমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এক মাসের মধ্যে নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সহকারী সচিব, বিআরটিএ জানান, থ্রি-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২২ এর খসড়ার ওপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও ব্যক্তির নিকট হতে প্রাপ্ত মতামতের আলোকে প্রস্তুতকৃত খসড়ার ওপর ১৩.০৩.২০২২ তারিখ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খসড়া চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে ১৪.০৮.২০২২ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খসড়া নীতিমালাটি চূড়ান্তকরণ পর্যায়ে রয়েছে।	থ্রি-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২২ এর খসড়া চূড়ান্ত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	নির্দেশনা ২: কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সড়কে লাইটিং এর ব্যবস্থা সংযোজনের নিমিত্ত প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে পর্যটন বান্ধব করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:**, কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি বিষয়ক পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ২৮.০৬.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। সওজ অধিদপ্তরে পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	ডিপিপি অনুমোদন পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	নির্দেশনা ৩: দীর্ঘসূত্রিতা কাটিয়ে অবিলম্বে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান- ক. চট্টগ্রাম - কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পন্ন হয়েছে। ডিপিপি প্রস্তুতের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। উক্ত মহাসড়কটি ৪-লেনে উন্নীত করা একান্ত প্রয়োজন। দাতা সংস্থা অর্থায়ন না করলে জিওবি অর্থায়নের ৪-লেনে উন্নীত করার কাজ শুরু করতে হবে মর্মে সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীকে অবহিত করেন। খ. ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের কাজ ১২টি প্যাকেজের মাধ্যমে করা হবে। ১২টি প্যাকেজের টেন্ডার কার্যক্রম চলমান আছে। তন্মধ্যে ২টি প্যাকেজের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ৪টি প্যাকেজের টেন্ডার ডকুমেন্ট অনুমোদনের জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মাধ্যমে সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।	ক. চট্টগ্রাম - কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে ডিপিপি প্রস্তুত করতে হবে। দাতা সংস্থা অর্থায়ন না করলে জিওবি অর্থায়নে করতে হবে। খ. ৪ টি প্যাকেজের টেন্ডার ডকুমেন্ট সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা)
	নির্দেশনা ৪: দাউদকান্দি টোল প্লাজায় স্থাপিত অ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়াও যে সকল ব্রিজে অ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, অ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহারের সকল গেট সব সময় খোলা রাখার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং ETC ব্যবহারের সুফলের বিষয়টি মোবাইল sms'র মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে।	অ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) ব্যবহারের সকল গেট সবসময় খোলা রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং ETC ব্যবহারের সুফলের বিষয়টি মোবাইল sms'র মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিতকরণ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	<u>বিআরটিএ:</u> **নির্দেশনা ৫:** রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ব্যবহৃত মোটরযানে ৯৯৯ ফোন নম্বর ব্যবহারের বিষয়টি শর্তযুক্ত করে ০১.০৭.২০১৯ হতে বিআরটিএ কর্তৃক রাইড শেয়ারিং কোম্পানিসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে এবং রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করে দিতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** এ পর্যন্ত ১৮টি প্রতিষ্ঠানকে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিএ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ১৮টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৫টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিআরটিএ হতে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিষ্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়েছে। নীতিমালা অনুসরণ করে রাইডশেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। উল্লেখ্য ৩০ সেপ্টেম্বর'২২ তারিখ পর্যন্ত ১৫টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ২৯,৯৩৭(উনত্রিশ হাজার নয়শত সাইত্রিশ)টি রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।	নীতিমালা অনুসরণ করে রাইড শেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	নির্দেশনা ৬: পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ কার্যকর করার নিমিত্ত এ আইনের অধীন বিধি প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি: বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে ক্রম ৬(ক)-তে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাই পুনরায় আলোচনার প্রয়োজন নেই।	ক্রম ৬ (ক)-তে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/এস্টেট) /চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (আইন)
	ডিটিসিএ নির্দেশনা ৭: ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার জন্য কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে ডিটিসিএ'র পরিচালনা পর্ষদে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি: নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ডিটিসিএ হতে জানানো হয়েছে, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ সংশোধন পূর্বক বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২ এর ওপর সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার লিখিত মতামত চাওয়া হলে ৯টি সংস্থা যথা:- DMTCL, সেতু কর্তৃপক্ষ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বিআরটিসি, রেলপথ মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ) মতামত প্রদান করেছে।	প্রাপ্ত মতামতের আলোকে খসড়া প্রস্তুতকরে বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২ এর এর খসড়া আগামী ১৫ নভেম্বর ২০২২ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	বিবিধ নির্দেশনা: সওজ অধিদপ্তর (ক) সড়ক-মহাসড়কের স্থায়িত্ব রক্ষায় যানবাহনের ওজনসীমা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ২৮টি এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপনের চলমান কাজ এগিয়ে নিতে হবে। (খ) চলমান প্রকল্পগুলোর কাজ দ্রুত শেষ করা। (গ) সড়ক নির্মাণ কাজের গুণগত মানের সুরক্ষা এবং সরকারি অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা। (ঘ) কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভের শুরুতে ০২ কিলোমিটার মিসিং লিংক নির্মাণের উদ্যোগ নিতে হবে। মেরিন ড্রাইভ সম্প্রসারণের কাজ এগিয়ে নিতে হবে। ঙ) বান্দরবানের এবং রাঙ্গামাটি-চিম্বুক সড়কের বেইলি সেতু কনক্রিট সেতুতে রূপান্তরের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। (চ) মধুমতি সেতু (কালনা সেতু), ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজির ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (বেকুটিয়া সেতু), এমআরটি রুট-৬ এর কাজ শেষ প্রান্তে। কাজ শেষ করে উদ্বোধনের উদ্যোগ নিতে হবে। (ছ) ভিন্ন কোনো উৎস কিংবা প্রয়োজনে নিজস্ব অর্থায়নে হলেও খুলনার ঝপঝপিয়া সেতু নির্মাণ করতে হবে। (জ) খুলনা-মোংলা-যশোর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতি করা খুবই জরুরি। এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। (ঝ) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দুপাশে দুটি সার্ভিস লেন নির্মাণের উদ্যোগ জরুরি ভিত্তিতে নিতে হবে। ভবিষ্যতে প্রস্তাবিত এক্সপেসওয়ে এট-গ্রেডে হবে নাকি ইলিভেটেড হবে এ বিষয়ে ভেবিচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। (ঞ) ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া দীর্ঘ হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্পের কাজ শুরু হতে বিলম্ব হয়। এজন্য মন্ত্রণালয় থেকে নজরদারি এবং সমন্বয় বাড়াতে হবে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি: (ক) সড়ক-মহাসড়কের স্থায়িত্ব রক্ষায় যানবাহনের ওজনসীমা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ২৮টি এক্সেল লোড কন্ট্রোল ষ্টেশন স্থাপনের কাজ যথাযথভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। (খ) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পসমূহের কাজ গুণগতমান বজায় রেখে দ্রুত সমাপ্ত করার জন্য মনিটরিং অব্যাহত আছে। (গ) সড়ক নির্মাণ কাজের গুণগত মানের সুরক্ষা এবং সরকারি অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সদা সচেষ্ট আছে। (ঘ) কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভের শুরুতে প্রায় ২ কিঃমিঃ মিসিং লিংক এর DPP প্রণয়ন কাজ চলমান আছে। টেকসই সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে কিছু নতুন Technology ব্যবহার করতে হবে বিধায় BUET কে অন্তর্ভুক্ত করে DPP প্রণয়ন করা হবে। (ঙ) বান্দরবান-রাঙ্গামাটি সড়কে মোট ২৭টি বেইলী ব্রিজ রয়েছে। গত অর্থবছরে PMP Bridge Culvert কর্মসূচীর আওতায় ১১টির কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ৫টি বেইলী ব্রিজ এর কাজ চলমান এবং ৬টি এর Evaluation প্রক্রিয়াধীন। চলতি অর্থবছরে আরও ১০টি বেইলী ব্রিজ PMP Bridge Culvert কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এ সড়কের অবশিষ্ট ৬টি বেইলী ব্রিজসহ চট্টগ্রাম জোনের অন্যান্য সড়কের মোট ৯৫টি বেইলী ব্রিজ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে	ক-ঝ এর প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	এছাড়া, (১) বান্দরবান-চিম্বুক-থানচি সড়ক এবং (২) Y-জংশন-রুমা সড়ক দু'টি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। উক্ত সড়কসমূহেও ৬৩টি বেইলী ব্রিজ রয়েছে। (চ) বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (বেকুটিয়া সেতু) গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন। মধুমতি সেতু (কালনা সেতু) ও ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু উদ্বোধনের সম্মতি দিয়েছেন। তারিখ নির্ধারিত হলেই উদ্বোধন করা হবে। (ছ) খুলনার ঝপঝপিয়া সেতু নির্মাণের জন্য একটি DPP প্রণয়ন করা হয়। উক্ত DPP-টি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২৭ এপ্রিল ২০২২ তারিখে ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। যা বর্তমানে ERD তে প্রক্রিয়াধীন আছে। (জ) খুলনা-মোংলা-যশোর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ে ডিপিইসি সভা হয়েছে। নির্দেশনা মোতাবেক DPP রিকাস্ট করা হচ্ছে। (ঝ) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কটি ৬ লেনে উন্নীতকরণসহ দু'দিকে সার্ভিস লেন নির্মাণের লক্ষ্যে Detailed Design প্রণয়নের পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান আছে। ২৫ সালের ADB Pipe Line প্রকল্পের তালিকায় এটি অন্তর্ভুক্ত আছে। (ঞ) ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বিলম্বিত ও দীর্ঘ হওয়া রোধকল্পে উন্নয়ন প্রকল্প ও পিএমপি কাজ পরিদর্শনের জন্য এ বিভাগে গঠিত মনিটরিং টিম প্রধানগণ এবং মনিটরিং টীমের কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিবগণকে আওতাভুক্ত সড়ক বিভাগসমূহের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, জেলা প্রশাসকদের সাথে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ঞ) এ বিভাগে গঠিত মনিটরিং টিম প্রধানগণ এবং মনিটরিং টীমের কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিবগণকে আওতাভুক্ত সড়ক বিভাগসমূহের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, জেলা প্রশাসকদের সাথে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।	মনিটরিং টীম প্রধান (সকল) ও মনিটরিং টীমের কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিবগণ
	বিআরটিএ: নির্দেশনা: • ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান বিষয়ক জটিলতা নিরসন এবং এ কার্যক্রম জোরদার করা; • সড়কে নিরাপত্তা এবং পরিবহনে শৃঙ্খলা জোরদার করা। • হাইওয়ে পুলিশের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা। ২২টি জাতীয় মহাসড়কে সিএনজি অটোরিক্সাসহ নন-মটরাইজড যানবাহন চলাচল বন্ধের সিদ্ধান্ত করতে মনিটরিং জোরদার করা। • বিআরটিএ-র প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। সেখানে সেবা গ্রহীতাদের এখনও ভোগান্তি আছে। আছে সর্ষের মধ্যে ভূত। কিছু সেবা অনলাইনে পাচ্ছে জনগণ, অন্যান্য সেবাগুলোও অনলাইন বা প্রযুক্তি নির্ভর করতে হবে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: (ক) "ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান বিষয়ক জটিলতা নিরসন এবং কার্যক্রম জোরদার করা " সংক্রান্তে বিআরটিএ'র মন্তব্য নিম্নরূপ: • BRTA অফিসে গমন না করে সরাসরি Online system থেকে তাৎক্ষণিকভাবে আবেদনকারী কর্তৃক সিস্টেম জেনারেটেড লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। • ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি টেস্ট বোর্ড (DCTB) এর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ক্ষেত্রবিশেষে সিলিং (পরীক্ষার্থীর নির্ধারিত সংখ্যা) বৃদ্ধিসহ নিয়মিত DCTB বোর্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। DCTB কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষার ফলাফল পরীক্ষার দিন শেষে Online এ প্রকাশ করা হয়। যে কারণে পরের দিনই আবেদনকারীগণ কর্তৃক ড্রাইভিং লাইসেন্সের আবেদন দাখিল করা যায়। • ড্রাইভিং লাইসেন্স সিস্টেমে অ্যাপ্রুভ হওয়ার সাথে সাথেই গ্রাহকের মোবাইলে মেসেজ প্রেরণ করা হয়। ড্রাইভিং লাইসেন্স সার্কেলে রিসিভ হওয়ার সাথেই গ্রাহকের মোবাইলে মেসেজ পৌঁছে যায় ফলে গ্রাহকের ড্রাইভিং লাইসেন্স সংগ্রহ করতে কোনও সমস্যা হয় না। • দক্ষ ড্রাইভার তৈরী করার জন্য নিয়মিত ড্রাইভিং ট্রেনিং স্কুল নিবন্ধন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত বিআরটিএ'র পক্ষ থেকে ১৪৭ টি ড্রাইভিং ট্রেনিং স্কুল নিবন্ধন করা হয়েছে। • ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর বোর্ড পরিচালনার মাধ্যমে ৭২৪ টি ইন্সট্রাক্টর লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে এবং নিয়মিত বোর্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। • সরকার কর্তৃক "Skill for Employment and	প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	আওতায় ১ (এক) লক্ষ অভিজ্ঞ পেশাদার ড্রাইভার তৈরী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান চালকদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করছে। খ) (১) ঢাকা মহানগরীসহ সারাদেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক শ্লোগান সম্বলিত স্টিকার, লিফলেট ও পোস্টার গাড়িচালক, যাত্রী, পথচারী ও সড়ক ব্যবহারকারীদের মধ্যে নিয়মিতভাবে বিতরণ করা হচ্ছে। বিআরটিএ'র পাশাপাশি সড়ক পরিবহন মালিক/শ্রমিক সংগঠনগুলোকে প্রচার প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনার অনুরোধ জানিয়ে মালিক শ্রমিক সংগঠন বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। (২) সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে দক্ষ ও মানবিক গুণসম্পন্ন গাড়িচালক তৈরির লক্ষ্যে পেশাজীবী গাড়িচালকদের নিয়মিতভাবে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৬২,৯০০জন পেশাজীবী গাড়িচালককে সড়ক নিরাপত্তা, ট্রাফিক আইন ও সচেতনতামূলক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। (৩) মহাসড়কে নসিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক, থ্রি-হুইলার ইত্যাদি ধীরগতির অবৈধ বাহন চলাচল বন্ধের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হাইওয়ে পুলিশ, জেলা প্রশাসক, জেলা পুলিশসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে জেলা ও উপজেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটির সভা নিয়মিতভাবে আহবানপূর্বক সড়ক পরিবহন আইন লঙ্ঘনে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, মহাসড়কে স্থাপিত ট্রাফিক সাইন, সিগন্যাল যাতে মোটরযান চালকের ভালোভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, সে জন্য রাস্তার পার্শ্বের গাছের ডালপালা অপসারণ, মহাসড়কের পার্শ্বে অবৈধ হাট বাজার উচ্ছেদসহ অন্যান্য সমস্যাগুলো দূর করা, চলন্ত অবস্থায় চালকের মোবাইল ফোনে কথা বলা, হেড ফোনে গান শোনা ইত্যাদি বন্ধ করা। ওভার স্পীডে গাড়ি না চালানো, ঘন কুয়াশায় গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে রাখা, নির্ধারিত স্থান ছাড়া গাড়ি পার্কিং না করা ইত্যাদি বিষয়ে সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠন কর্তৃক মোটরযান চালকগণকে মোটিভেশন প্রদান, দূরপাল্লার যানবাহনে গাড়ি চালকের একটানা ৫(পাঁচ) ঘন্টার বেশি গাড়ি না চালানো ইত্যাদি বিষয়ে সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠনসহ সংশ্লিষ্টদের পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অবৈধ ছোট ছোট মোটরযান চলাচল বন্ধের লক্ষ্যে বিআরটিসি কর্তৃক স্বল্প দূরত্বের জন্য বাস, মিনিবাস ও ট্রাক সার্ভিস চালু করা হয়েছে। স্বল্প দূরত্বে বাস মিনিবাস চালু করার জন্য সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সড়ক পরিবহন খাতে শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বিআরটিএ কর্তৃক নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। বিআরটিএ'র বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১৮,৯৮৭টি মামলার মাধ্যমে ৩,৯৩.৭৩,৯০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া, ২৩৮জনকে কারাদন্ড প্রদান এবং ২১৬টি যানবাহনকে ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয়েছে। (গ) ২২টি জাতীয় মহাসড়কে নসিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক, থ্রি-হুইলার ইত্যাদি ধীরগতির অবৈধ বাহন চলাচল বন্ধ করার জন্য হাইওয়ে পুলিশের অভিযান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিআরটিএ হতে হাইওয়ে পুলিশ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে নিয়মিত মনিটরিং অব্যাহত আছে। (ঘ) আইসিটি তথা তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) গত ১৯৯৩ সাল থেকে মোটরযানের নিবন্ধন প্রদান এবং ১৯৯৮ সাল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করে আসছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)-এর সকল সেবা অনলাইনে প্রদানের লক্ষ্যে বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল(বিএসপি) [www.bsp.brta.gov.bd] নামক একটি অনলাইন প্লাটফরম প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে বিএসপি'র নিবন্ধিত ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩.৬৭ লক্ষ। বর্তমানে বিএসপি'র মাধ্যমে (i) শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু (অপেশাদার/পেশাদার), (ii) রাইড শেয়ারিং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের এনলিস্টমেন্ট সনদ ইস্যু ও নবায়ন, (iii) রাইড শেয়ারিং সেবা প্রদানকারী মোটরযানের এনলিস্টমেন্ট সদন ইস্যু ও নবায়ন, (iv) গ্রাহক কর্তৃক মোটরযান নিবন্ধনের আবেদন দাখিল, (v) মোটরযানের ফিটনেস সনদ নবায়নের নিমিত্তে এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ, (vi) ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি পরীক্ষার ফলাফল জানা, (vii) নিবন্ধিত মোটরযানের জরিমানাসহ বিভিন্ন ফি জানা, (viii) ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশ/রকেট ব্যবহার করে মোটরযান নিবন্ধন ও ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত সকল ফি অনলাইনে প্রদান করা এবং (ix) মোটরযান ও ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত ফি জমার ব্যাংকে শাখা/বুথের তালিকা জানা যায়। আরও উল্লেখ্য যে, পর্যায়ক্রমে বিআরটিএ'র অন্যান্য সেবা অনলাইনে দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।		
	ডিটিসিএ: **নির্দেশনা:** ডিটিসিএ-র বাস রুট রেশনালাইজেশন কার্যক্রম যেভাবে হোক আমাদের সফল করতে হবে। পাইলটিং পর্যায়ে যেসব সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে তা সমাধান করে এ কার্যক্রমের পরিধি বাড়াতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ঢাকা মহানগরীতে গণপরিবহনে শৃঙ্খলা আনয়ন ও যানজট নিরসনে বাস রুট রেশনালাইজেশন ও কোম্পানির মাধ্যমে বাস পরিচালনা পদ্ধতি প্রবর্তন এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও	বাস রুট রেশনালাইজেশন বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	প্রেসক্লাব-মতিঝিল-যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর নমুনা যাত্রাপথে "ঢাকা নগর পরিবহন" শীর্ষক বাস সেবা পরিচালনা শুরু করা হয়। উক্ত সেবায় প্রাথমিকভাবে বিআরটিসির ৩০টি দ্বিতল বাস, ট্রান্স সিলভা পরিবহনের ২০টি বাসসহ মোট ৫০টি বাস চলাচল করছে। বাস রুট রেশনালাইজেশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ৯টি ক্লাস্টার (৯টি ভিন্ন ভিন্ন রঙের), ২২টি কোম্পানি ও ৪২টি রুটের প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। এর মাঝে সবুজ ক্লাস্টারে বর্তমানে চলমান মোট ৫৪টি রুটকে সমন্বয় করে ৮টি রুটে পরিণত করা হয়েছে যাদের রুট নং ২১ হতে ২৮। এর মাঝে ২১ নং রুটটি বর্তমানে পাইলট রুট হিসেবে চলছে। পরবর্তীতে, ২২ নং রুটে ৫০টি বাস, ২৩ নং রুটে ১০০টি বাস এবং ২৬ নং রুটে বিআরটিসি'র ৫০টি বাস চলাচল করবে মর্মে বাস রুট রেশনালাইজেশন কমিটি কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আগামী ১৩/১০/২০২২ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের কর্তৃক ২২ ও ২৬ নং রুটে পাইলটিং উদ্বোধন করা হবে। ইতোমধ্যে প্রায় ৭০টি বাস স্টপেজ তৈরি করা হয়েছে এবং ৪টি বাস ডিপো-টার্মিনাল ও ১টি লে-ওভার টার্মিনাল নির্মাণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।		
	ডিএমটিসিএল: **নির্দেশনা:** মেট্রো রুট-৬ এর কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। যে সকল সমস্যা রয়েছে সচিব মহোদয়ের সাথে আলোচনা করে সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল জানান- ১. গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে গত ২৫ আগস্ট ২০২২ তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২. ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)-এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন এমআরটি লাইন-৬ এর বাণিজ্যিক চলাচল শুরুর নিমিত্ত পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অপচয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অনুদান/ভর্তুকি হিসেবে ১,০০০ (এক হাজার) কোটি টাকা এককালীন ডিএমটিসিএল এর অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। ৩. এমআরটি পুলিশ ফোর্স গঠনের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	(১) সভার সিদ্ধান্ত মোতাবকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (২) অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। (৩) এমআরটি পুলিশ ফোর্স গঠনের বিষয়টি ত্বরান্বিত করতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	অতিরক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)
	ঢাকা বিআরটি: **নির্দেশনা:** বিআরটি প্রকল্পের ইতোমধ্যে দৃশ্যমান অগ্রগতি আছে তবুও এ প্রকল্পে সমন্বয় জোরদার করে নির্মানকালে জনভোগান্তি কমাতে হবে। প্রবল বৃষ্টিতে যেন পানিজমে ভোগান্তি সৃষ্টি না হয়, সেদিকে নজর দিতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বিআরটি কোম্পানী লিমিটেড জানান, বিআরটি করিডোরে যান চলাচল নির্বিঘ্ন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা সচল রাখার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে সভা করা হয়েছে। ড্রেনেজ ব্যবস্থা সচল রাখার বিষয়টি তদারকি করা হচ্ছে।	বিআরটি করিডোরে যান চলাচল নির্বিঘ্ন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা সচল রাখতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ঢাকা-বিআরটি)/প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা বিআরটি

০৩। আলোচ্যসূচিতে আর কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

(স্বাক্ষরিত)
২৬/১০/২০২২
এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী
সচিব

কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ০৫ নভেম্বর ২০২২ তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০৩.২০-৪২৬/৯

তারিখঃ ১১ কার্তিক ১৪২৯
২৭ অক্টোবর ২০২২

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক বনানী, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সওজ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়/ঢাকা/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৫. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্রশাসন ও সংস্থাপন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৬. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৮. সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সহকারী সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৯. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

০১/০৮/২০২২

(নীলিমা আফরোজ)
উপসচিব
☎২২৩৩৮০৯৬৬
E-mail: dstraco@rthd.gov.bd